THOSE WERE THE DAYS

Dr. Dipak kumar Biswas

Those were the days six decades ago
In the early sixties or nearly so
Which I spent with immense pleasure
And a jocund mood beyond measure.

Those were the days that always brought
A hefty thirst for knowledge to a taught
That helped his life reach the top
Culminating to a height never to stop.

Those were the days when a healing touch
Of loving care of a mother's clutch
Helped us sprout and grow as a true educand
And rise in true spirit of love of motherland.

Those are the days we cann't but tread
Down the memory lane that spread
With a pleasing fervour over the years
Passing by the days of learning without tears.

The days still bring us relief
And refresh our thought as if
Motherly love and care steer us through
The odds of life that blissfully brew
In course of stuggles that help negotiate
All bents of various shades as yet.

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু স্মৃতি ও কিছু বিশ্লেষণ

– অবনী জোয়ারদার (প্রাক্তনছাত্র)*

্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যেদিন আমি কলেজের গণ্ডিতে প্রবেশ করার অধিকারপত্র দিনের সেই সময়টা আজও বড্ড বেশী মনে পড়ে। বন্ধুবান্ধবরা সবাই এক হয়ে নানা আলোচনার ালয় জীবনের ভাল লাগা, নানা ভালবাসার বিষয়গুলির আলোচনার ফাঁকে প্রায় সবাই আমরা ফেলেছিলাম। বিচ্ছিন্নতা যে বেদনার জন্ম দেয় সেদিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। আজ এত যখন আমরা স্কুলের সামনে দিয়ে যাই, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই সেদিনকার কথা বড় বেশী ড়ে। মনে পড়ে শিক্ষকমশাইদের কঠোর অনুশাসন, অকৃপণ প্রীতি ও অনুরাগের নানা ঘটনাকে।

্যন্ত গ্রামের এক ছেলে হিসাবে যেদিন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেদিন অন্য কিছু নয়, শুধু ৎ কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বৃহদাকার স্তম্ভগুলি, মহাবিদ্যালয়ের বিশাল উচ্চতার ঘরগুলি কলেজ ভবনটার বিশালত্ব ও স্থাপত্য বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক মহাশয়, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকমন্ডলী এবং উচ্চতর ক্লাসে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে নানা য় পড়ি। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বজ্রকঠোর অনুশাসন, অধ্যাপকমন্ডলীর সহৃদয় ভালবাসা এবং উচ্চতর ছাত্রীদের অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনের সঞ্চয়ের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

জ আমার মনে হয় বিশালাকার কলেজ ভবনের বিশালত্বের অভ্যন্তরে শুধু ভবনটাকে স্থায়িত্ব টাই ছিল না, ছিল ছোট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক অতি সাধারণ ছাত্রের মানসিকতার উত্তরণ য়াস। আজকের দিনের নতুন নতুন কলেজভবনগুলোকে দেখলে মনে হয় সেখানে ছাত্র–ছাত্রীদের টানোর চেষ্টা আছে, তাদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে বিশালত্বকে অনুভব করার কোনো চেষ্টাই

মার কলেজ- জীবনের একটা ঘটনার কথা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারিনা। ঘটনাটি হচ্ছে এই গলীন অধ্যক্ষ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়; কলেজের সামনের ফুলের বাগান থেকে একটি ছাত্র একটি ছিল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রটিকে দশটাকা জরিমানা করেন এবং তার জরিমানার নির্দেশপত্রটি সব ছাত্রীদের পড়িয়ে শোনানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছিল কলেজ ভবনটি এবং ছপালার প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অপরিসীম ভালবাসা এবং তার সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন মমত্ববোধ বনের ঘটনা এবং এই ধরনের পদক্ষেপ আজকের দিনে প্রায় অকল্পনীয়।

ক্ষাজগতের নানা অবক্ষয়ের কথা আমরা প্রায়শ:ই শুনি। কথাটির ভিতরে যে অনেক পরিমাণে হ সে সম্বন্ধে অনেকেই নি: সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে অবক্ষয়টা সবথেকে বেশী প্রতীয়মান– সেটা হল কতা। আজকের দিনে যথেষ্ট বিজ্ঞ অধ্যাপকমন্ডলীর অভাব নেই। অভাব আছে শুধু উৎসুক , ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু জানার, নতুন কিছু করার এবং প্রচলিত পথে সমাধান না করে নতুন পথ অন্বেষণের চেষ্টার। যেদিন আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঔৎসুক্য, নতুন ভাবনার এবং মূলক মনোভাবের সন্ধান পাব-সেদিন থেকেই ছাত্র মানসিকতার পরিবর্তন আসবে।

অপচেষ্টা করে। এ জিনিসটাকে দূর করে যতদিন না ওদের আমরা সুস্থ মনের ছাত্র করে গড়ে তুলতে পারি, ততদিন আমাদের ভুগতেই হবে। আমাদের সময়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না যে নানা অসদুপায় অবলম্বন ক'রে– এমনকি অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে মহাবিদ্যায়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়। এইসব করে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ভাবীকালের নাগরিকদেরও বিকৃতমনস্ক করে তোলা হচ্ছে।

এখনকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য আগেকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং আমি বলব এটাকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হচ্ছে। অধীত বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি লাভই আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার শেষ কথা নয়। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগকৌশলটাও জানা জরুরী। তার থেকেও বেশী জরুরী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরী করা যাতে তারা লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগ কুশলতায় আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের চাহিদা বাড়াতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ফসল। এই ফসল যদি বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরে এবং শিক্ষাব্যবস্থাতে কোনো গলদ আছে। যত দ্রুত আমরা গলদগুলো দূর করতে পারবো ততই মঙ্গল আমাদের।

[*লেখক বর্তমানে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক]

What Quran says:

There are verses in the Quran that were called the 'Ten Commandments' or the ' Ten Instructions' by some scholars due to containing ten great commandments to mankind by Allah. These verses can be found in two places in the Qur'an.

The First: In Surat Al An'aam, Allah says:

(Say (O Muhammad): "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from:

1. Join not anything in worship with Him;
2. be good and dutiful to your parents;
3. kill not your children because of poverty" – We provide sustenance for you as well as them –
4. "Come not near Al-Fawahish (great sins and illegal sexual intercourse) whether committed openly or secretly;
5. and kill not anyone whom Allah has forbidden except for a just cause (according to Islamic law). This He has commanded you with that you may understand.
6. And come not near to the orphan's property except to improve it until he or she attains the age of full strength;
7. and give full measure and full weight with justice" – We burden not any person, but that which they can bear –
8. "And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence), say the truth even if a near relative is concerned,
9. and fulfill the Covenant of Allah. This He commands you that you may remember.
10. And verily, this (i.e. Allah's Commandments mentioned in the above two Verses) is my straight path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you from His path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious.)[1]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু স্মৃতি ও কিছু বিশ্লেষণ

– অবনী জোয়ারদার (প্রাক্তনছাত্র)*

মাধ্যমিক স্কুলের পড়াশোনা শেষ করে যেদিন আমি কলেজের গণ্ডিতে প্রবেশ করার অধিকারপত্র পেলাম, সেদিনের সেই সময়টা আজও বড্ড বেশী মনে পড়ে। বন্ধুবান্ধবরা সবাই এক হয়ে নানা আলোচনার মাধ্যমে বিদ্যালয় জীবনের ভাল লাগা, নানা ভালবাসার বিষয়গুলির আলোচনার ফাঁকে প্রায় সবাই আমরা চোখের জল ফেলেছিলাম। বিচ্ছিন্নতা যে বেদনার জন্ম দেয় সেদিন আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি। আজ এত বছর পরেও যখন আমরা স্কুলের সামনে দিয়ে যাই, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলেই সেদিনকার কথা বড় বেশী করে মনে পড়ে। মনে পড়ে শিক্ষকমশাইদের কঠোর অনুশাসন, অকৃপণ প্রীতি ও অনুরাগের নানা ঘটনাকে।

প্রত্যন্ত গ্রামের এক ছেলে হিসাবে যেদিন আমি কলেজে প্রথম প্রবেশ করি, সেদিন অন্য কিছু নয়, শুধু কলেজ অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়ের বৃহদাকার স্তম্ভগুলি, মহাবিদ্যালয়ের বিশাল উচ্চতার ঘরগুলি এবং সমগ্র কলেজ ভবনটার বিশালত্ব ও স্থাপত্য বৈচিত্র আমাকে মুগ্ধ করেছিল। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ফাঁকে অধ্যক্ষ মহাশয়, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকমন্ডলী এবং উচ্চতর ক্লাসে পাঠরত ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে পড়ি। অধ্যক্ষ মহোদয়ের বজ্রকঠোর অনুশাসন, অধ্যাপকমন্ডলীর সহৃদয় ভালবাসা এবং উচ্চতর ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের অকৃপণ সহযোগিতা আমার জীবনের সঞ্চয়ের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

আজ আমার মনে হয় বিশালাকার কলেজ ভবনের বিশালত্বের অভ্যন্তরে শুধু ভবনটাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টাই ছিল না, ছিল ছোট একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এক অতি সাধারণ ছাত্রের মানসিকতার উত্তরণ ঘটানোরও প্রয়াস। আজকের দিনের নতুন নতুন কলেজভবনগুলোকে দেখলে মনে হয় সেখানে ছাত্র–ছাত্রীদের স্থানাভাব মেটানোর চেষ্টা আছে, তাদের মনের প্রসারতা বাড়িয়ে বিশালত্বকে অনুভব করার কোনো চেষ্টাই নেই।

আমার কলেজ- জীবনের একটা ঘটনার কথা আমি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারিনা। ঘটনাটি হচ্ছে এই রকম –তৎকালীন অধ্যক্ষ ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়; কলেজের সামনের ফুলের বাগান থেকে একটি ছাত্র একটি পাতা ছিঁড়েছিল এবং অধ্যক্ষ মহাশয় ছাত্রটিকে দশটাকা জরিমানা করেন এবং তার জরিমানার নির্দেশপত্রটি সব ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে শোনানো হয়। এই ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছিল কলেজ ভবনটি এবং কলেজের গাছপালার প্রতি অধ্যক্ষ মহাশয়ের অপরিসীম ভালবাসা এবং তার সংরক্ষণের জন্য সীমাহীন মমত্ববোধ ছিল। এই ধরনের ঘটনা এবং এই ধরনের পদক্ষেপ আজকের দিনে প্রায় অকল্পনীয়।

শিক্ষাজগতের নানা অবক্ষয়ের কথা আমরা প্রায়শ:ই শুনি। কথাটির ভিতরে যে অনেক পরিমাণে সত্যতা আছে সে সম্বন্ধে অনেকেই নি: সন্দেহ। যে ক্ষেত্রে অবক্ষয়টা সবথেকে বেশী প্রতীয়মান– সেটা হল ছাত্র মানসিকতা। আজকের দিনে যথেষ্ট বিজ্ঞ অধ্যাপকমন্ডলীর অভাব নেই। অভাব আছে শুধু উৎসুক ছাত্রছাত্রীদের, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন কিছু জানার, নতুন কিছু করার এবং প্রচলিত পথে সমাধান না করে সমাধানের নতুন পথ অন্বেষণের চেষ্টার। যেদিন আমরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঔৎসুক্য, নতুন ভাবনার এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সন্ধান পাব-সেদিন থেকেই ছাত্র মানসিকতার পরিবর্তন আসবে।

দিশাহীন ছাত্রসমাজ অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকমন্ডলীর দিশা দেখানোর প্রয়াসকে অবজ্ঞা করে নিজেরা একরকম বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দেয় এবং সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের মধ্যে একধরনের বীরত্ব প্রকাশের

অপচেষ্টা করে। এ জিনিসটাকে দূর করে যতদিন না ওদের আমরা সুস্থ মনের ছাত্র করে গড়ে তুলতে পারি, ততদিন আমাদের ভুগতেই হবে। আমাদের সময়ে আমরা ভাবতেই পারতাম না যে নানা অসদুপায় অবলম্বন ক'রে– এমনকি অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি করে মহাবিদ্যায়ের ছাত্র সংগঠনগুলোর শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়। এইসব করে শুধু ছাত্রছাত্রীদেরই নয়, ভাবীকালের নাগরিকদেরও বিকৃতমনস্ক করে তোলা হচ্ছে।

এখনকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য আগেকার দিনের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য থেকে অনেকটাই সরে এসেছে এবং আমি বলব এটাকে বাস্তবমুখী করার চেষ্টা হচ্ছে। অধীত বিষয়ের উপর ব্যুৎপত্তি লাভই আজকের দিনের বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনার শেষ কথা নয়। লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগকৌশলটাও জানা জরুরী। তার থেকেও বেশী জরুরী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এমন একটা মানসিকতা তৈরী করা যাতে তারা লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগ কুশলতায় আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং বিশ্বের দরবারে নিজেদের চাহিদা বাড়াতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা হচ্ছে যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ ফসল। এই ফসল যদি বিশ্বের দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে বুঝতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিতরে এবং শিক্ষাব্যবস্থাতে কোনো গলদ আছে। যত দ্রুত আমরা গলদগুলো দূর করতে পারবো ততই মঙ্গল আমাদের।

[*লেখক বর্তমানে কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয় বিধায়ক]

What Quran says:

There are verses in the Quran that were called the 'Ten Commandments' or the ' Ten Instructions' by some scholars due to containing ten great commandments to mankind by Allah. These verses can be found in two places in the Qur'an.
The First: In Surat Al An'aam, Allah says:
(Say (O Muhammad): "Come, I will recite what your Lord has prohibited you from:

1. Join not anything in worship with Him;
2. be good and dutiful to your parents;
3. kill not your children because of poverty" – We provide sustenance for you as well as them –
4. "Come not near Al-Fawahish (great sins and illegal sexual intercourse) whether committed openly or secretly;
5. and kill not anyone whom Allah has forbidden except for a just cause (according to Islamic law). This He has commanded you with that you may understand.
6. And come not near to the orphan's property except to improve it until he or she attains the age of full strength;
7. and give full measure and full weight with justice" – We burden not any person, but that which they can bear –
8. "And whenever you give your word (i.e. judge between men or give evidence), say the truth even if a near relative is concerned,
9. and fulfill the Covenant of Allah. This He commands you that you may remember.
10. And verily, this (i.e. Allah's Commandments mentioned in the above two Verses) is my straight path, so follow it, and follow not (other) paths, for they will separate you from His path. This He has ordained for you that you may become Al-Muttaqoon (the pious.)[1]

A citadel of learning: in commemoration

-**Vivekananda Sen**
(English Hons)(1967-1970)

Time passes like anything. It's a continual flow and we joyride on it floating like tiny boats. Thousands of such boats are floating down to the sea of time—and the sea, now a placid sheet of waters, and now rippling with turbulent waves!

My time has passed through all such mixed experiences; and as I look back memories sweet n sour cloud round the days I spent long back in this citadel of learning standing so gaunt in her high Gothic grandeur.

It was on a cool shower-bathed morning in the late sixties, a boy still in his teens ventured into the precincts of this citadel, riding his bi-cycle, a Lilliput simply bemused at the imperial grandeur of Krishnagar Government College building, the name inscribed in a triangular fin atop the front facade of a mammoth structure. As I stepped up paving the sprawling stairs and stood on the porch, I felt I got lost in the maze of the Corinthian corridors of this illustrious seat of learning. And strangely enough as I looked round I truly felt I, a fledgling, am soon to learn the art of flying free in the boundless sky of knowledge per se.

And, then onward I grew up carrying with me that unique feeling of free flying and free trekking the more skies I scaled and the more terrains I scoured.

I feel so happy that, as an alumnus, I could get an opportunity of pouring out my adulation to my alma mater, Krishnagar Government College.

"Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."
— Mahatma Gandhi

কলেজের কথা কলেজের ব্যথা

প্রবীর কুমার বসু

তখন ছিল ইলেভেন ক্লাসের হায়ার সেকেন্ডারি। স্কুল গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চ শিক্ষার পীঠস্থান কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হলাম। যদিও এই প্রতিবেদনটি এই কলেজের প্রাক্তনী সংগঠনের স্মরণিকার জন্য লেখা, তবুও স্কুলের পড়াশোনাটা দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল তাই স্কুলটাকে বারে বারেই মনে পড়ে যায়। আমরা সি এম এস স্কুলে পড়তাম আর তার ঠিক পাশেই হল কৃষ্ণনগর কলেজ। উঁচুর দিকের ক্লাসে যখন উঠলাম তখন পড়াশোনার অমনোযোগী হলেই আমাদের স্কুলের শিক্ষক বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম প্রায়ই বলতেন যে ঠিকভাবে পড়াশোনা না করলে কিন্তু উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রা করতে হবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রা কথাটা তখন খুব চালু ছিল এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেও সেটা স্থান পেত। তবে আমাদের স্কুলের বৈদ্যনাথবাবু অবশ্য অন্য অর্থেই কথাটা ব্যবহার করতেন এবং তিনি বোঝাতে চাইতেন যে ভালো রেজাল্ট না করলে তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরের একমাত্র কলেজ অর্থাৎ কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে পড়ার সুযোগ কিছুতেই জুটবে না এবং বাধ্য হয়েই তখন হয় শান্তিপুর, নয় নবদ্বীপ আর না হয় রাণাঘাটে যেতে হবে। তাই তাঁর স্নেহভরা ব্যঙ্গোক্তি আমাদের অনেক কেই পড়াশোনার মনোযোগ দিতে উৎসাহিত করত।

সে যাই হোক উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানে আসার পর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। তাই কলেজের স্মৃতি রোমন্থনে আমার দুর্বল স্মৃতি কোনো কাজেই লাগবে না বলে ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলাম। অনেকেই অবশ্য কলেজ অ্যালুমনির স্মরণিকায় স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখতে এবং অন্যদের দিয়ে লেখাতে ভালোবাসেন। তবে আমি একটু ভিন্ন মতের অনুসারী কেননা প্রেসিডেন্সি কলেজের অ্যালুমনির স্মরনিকা দীর্ঘদিন ধরে আমি হাতে পেয়েছি এবং পড়ে দেখেছি যে সেখানে স্মৃতিচারণমূলক কোনো লেখা তো থাকেই না বরং এত সিরিয়াস লেখা থাকে যা মনে হয়(অন্যদের খাটো না করেও বলা যায় যে) প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে সেটাই হল উপযুক্ত । এক কালে এই কলেজেই আইন পড়ানো হত এবং দীর্ঘকাল ধরেই এই কলেজটি মর্যাদার দিক দিয়ে প্রেসিডেন্সির পরে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। দেড়শো বছরেরও কিছু বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে কলেজের গড়ন গঠন যে চৌহদ্দি নিয়ে শুরু হয়েছিল আজ তা অনেকটাই সঙ্কুচিত, এমনকি কলেজের সম্পত্তি নিয়ে অনেকেই অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছেন। এগুলো যেকোনো ব্যক্তিই কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে পরিদর্শনে এসে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এ তো গেল সীমানার কথা। এবারে আসা যাক পড়াশোনার ব্যাপারে । আমাদের সময়ে কলেজ সংলগ্ন একটি প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার্স ছিল এবং তখনকার প্রিন্সিপালরা সেই কোয়াটারসেই থাকতেন। এখন তার যা হাল হয়েছে, সেটা বলতে শুধু কষ্ট লাগে না, লজ্জাও লাগে। গ্রামাঞ্চলে সেকালে কলেজ ছিল না বলে সুদূর করিমপুর, তেহট্ট, চাপড়া, নকাশিপাড়া, টালিগঞ্জ থেকে বহু ছাত্র কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে আসত এবং তাদের তদারকির জন্য হস্টেল সুপার নিজেই

হস্টেল সংলগ্ন কোয়ার্টার্স—এ থাকতেন। এখন সেটা কার দখলে কেউ জানে না। আর এমন অবস্থাটা দীর্ঘ দেড় দুই দশক ধরেই চলেছে। সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন বোধহয় সমাজের কোনো স্তরের মানুষের পক্ষেই কাম্য নয়।

বছর কয়েক আগে দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতেই জানা গেল যে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন এই পরিকল্পনা কালে দেশের ১০০ টি প্রাচীন কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও আগে যে কলেজটির জন্ম সেই কলেজটি নিশ্চয়ই প্রাচীনত্বের দাবি রাখতে পারে এবং সেই কারণেই কলেজটির বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ারও দাবি রাখে। দাবি থাকতেই পারে আর দাবি থাকলেই যে সেটা পূরণ হতেই হবে এমন কোনো কথাও নেই। তাই এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্যে যেসব পদক্ষেপের প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি। বলাই বাহুল্য সেই সময় কিন্তু এ রাজ্যে বর্তমান যে সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে সেটা ছিল না। সেই সময়ে অনেক অনুরোধ উপরোধ করা হয়েছে, ফাইলের পর ফাইল তৈরি হয়েছে এবং পাঠানো হয়েছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সেই ভাবে কোনো একটি শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাকে খুঁটিয়ে দেখার মতো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার মতো কোনো পরিবেশ গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে কোনোভবেই দেখা যায়নি।

বলতে কুণ্ঠা নেই যে, ন্যাকের পীয়ার টিম মাঝে মধ্যেই আসে এবং তাদের কাছে কোনো একটি কলেজের নির্দিষ্ট মান অর্জন করার অন্যতম পূর্বশর্ত থাকে সেই কলেজে প্রাক্তনীদের কোনো সংগঠন আছে কিনা। অতীতে এমনই এক সন্ধিক্ষণেই এই কলেজের প্রাক্তনীদের সংগঠন গড়ে ওঠে। প্রাক্তনীদের সংগঠন থাকায় সেটা এই কলেজের নির্দিষ্ট সম্মান অর্জনে সহায়তা করে কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ তথা রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকা ছাড়া কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায় না। রাজনৈতিক রং নির্বিশেষে কেবলমাত্র শিক্ষার স্বার্থেই যে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য তৎপর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল, কোনোদিনই সেই ধরনের কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। জানি না আগামী দিনে এই কলেজের ভবিষ্যত কী দাঁড়াবে। তবে প্রাক্তনীদের সংগঠনের তরফ থেকে এই কলেজকে সবদিকে দিয়ে উন্নত করে তোলার আন্তরিকতাপূর্ণ প্রয়াস চলতেই থাকবে।

মধ্যরাতে বালিয়াড়ি ডাকে

বিশ্বনাথ ভৌমিক

বালিয়াড়ি তাকে ডাক দেয় মধ্যরাতে –
সে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় –
কিন্তু চৌকাঠ তাকে বার হতে দেয় না কিছুতেই –
অনেক ঘুমের ওষুধ তার ওষুধ পাত্রে –
প্রতিরাতে সে এই ঘুমের সাম্রাজ্যে হাঁটে –
তার ঘুম ভেঙে যায় ঠিক মধ্য রাতে –
সে আকাশের কাছে তার ঠিকানা খোঁজে।